গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০০১.২৪.১১০ তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪৩১
০৭ মে ২০২৪

বিষয়: **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এপ্রিল/২০২৪ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ**

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০৭৮.০৩৮.০০.০০.০০৫.২০১৪-১০, তারিখ: ২৬/০১/২০১৫ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনাবলির এপ্রিল/২০২৪ খ্রি. মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৬ (ছয়) পাতা। (8270/potrojariAttachmentRef/40795/0/414)

৭-৫-২০২৪
মুঃ গোলাম মোস্তফা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০১০৮৩
ইমেইল: csmoys66@gmail.com

পরিচালক - ১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০০১.২৪.১১০/১(৩) তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪৩১
০৭ মে ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।
৩) যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আইন অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৭-৫-২০২৪
মুঃ গোলাম মোস্তফা
সিনিয়র সহকারী সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনাবলির এপ্রিল/২০২৪ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র : নং	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	ক) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ট্রেডের সাথে সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ট্রেড যুক্ত করতে হবে যেমন- ক্যাটারিং, হাউজকিপিং, কৃষি ও হর্টিকালচার।	(১) ফুড এন্ড বেভারেজ প্রডাকশন সার্ভিস (ক্যাটারিং): কোর্সের মেয়াদ-৬ মাস। কোর্সের ধরণ-অনাবাসিক। আসন সংখ্যা-৩০ (প্রতিব্যাচ)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-৮৪৭ জন। **মন্তব্য:** প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী জানুয়ারি ২০২৪ মাসে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। (২) হাউজকিপিং: কোর্সের মেয়াদ-৩ মাস। কোর্সের ধরণ-অনাবাসিক। আসন সংখ্যা-৩০ (প্রতিব্যাচ)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-৯১৪ জন। **মন্তব্য:** প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। (৩) সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং: কোর্সের মেয়াদ-৩০দিন। কোর্সের ধরণ-অনাবাসিক। আসন সংখ্যা-৩৫ (প্রতিব্যাচ)। (আরব দেশসমূহে গমনেচ্ছুক যুবমহিলাদের জন্য)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-২৩৪৩ জন। **মন্তব্য:** যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও এস,এ ট্রেডিং এর মধ্যে MOU এর প্রেক্ষিতে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত বর্ণিত কোর্সটি MOU'র মেয়াদ সমাপনান্তে বন্ধ রাখা হয়েছে। (৪) কৃষি ও হর্টিকালচার: কোর্সের মেয়াদ-১ মাস। কোর্সের ধরণ-আবাসিক। আসন সংখ্যা-৫০ (প্রতিব্যাচ)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-৬৫০৮ জন। **মন্তব্য:** প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
	খ) মেরিন ফিশিং তথা গভীর সমুদ্রে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ ধরা ইত্যাদি। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার কারিকুলাম সংগ্রহ করা যেতে পারে।	**মন্তব্য:** উক্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিসোর্স পার্সন না থাকা ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা থাকায় কোর্সটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি এবং কারিকুলামও সংগ্রহ করা হয়নি।
২.	যুবরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে যাওয়ার জন্য যাতে প্রতারণার শিকার না হয় এবং যুব প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশেই আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয় সে লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়া দেশে-বিদেশে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াও সে দেশের আইন কানুন সম্পর্কেও জানাতে হবে, যেন কেউ বিদেশে গিয়ে বেআইনি কিছু না করে এবং জেলে না যায়।	• যুবরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতে বিদেশে না যায়, তারা যাতে আত্মকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়, সেজন্য ৬৪টি জেলা ও ৫০০টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। • ফেস্টুনের মাধ্যমে জেলা/যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০টি সচেতনতামূলক স্লোগান প্রচার অব্যাহত আছে। • যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারের মাধ্যমে স্লোগান প্রচারের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। • যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত যুববার্তায় সচেতনতামূলক স্লোগান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/জেলা প্রশাসন/বিভিন্ন অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ে যুববার্তার কপি পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়েছে। দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক এবং পাক্ষিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রচারের ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা ১২৩ টি।

৩.	ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। ফুটবলের উন্নয়নের জন্য আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ এবং জেলা-উপজেলাসমূহে বছর-ব্যাপী ফুটবল খেলার আয়োজন করতে হবে।	বর্তমানে দেশে ৫৩টি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন/সংস্থা রয়েছে। এ সকল সংগঠনগুলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধেলাধুলার মান উন্নয়নে এ সংগঠনগুলোকে প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ ফুটবলের সামগ্রিক মানোন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৭ মেয়াদে ঢাকা (মতিঝিল ও কমলাপুর), গোপালগঞ্জ ও রাজশাহী জেলায় ফুটবল একাডেমি নির্মাণের জন্য ০৩টি জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এ সকল জেলার বিদ্যমান ক্রীড়া অবকাঠামোসমূহ প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন করে তৃনমূল পর্যায় হতে খেলোয়াড়দের বাছাই করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের কোচের সহায়তায় দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই অন্তে প্রায় ৫৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিপিপি প্রস্তুতপূর্বক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ০৬-০২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১২৩.১৪.১০৬.২২-৩৮২ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে অসম্মতি জানান। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক ফুটবলের উন্নয়নের জন্য জেলা ও উপজেলা সমূহে বছরব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতার কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে।

নং :	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪.	প্রতি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম গড়ে তোলার প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	দেশের ৪৯৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা গত ০৭ এপ্রিল ২০১৫ একনেক সভায় কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়। ১ম পর্যায়ে ১৩১টি উপজেলায় "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ ১ম পর্যায় (১৩১)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১২৫ টি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং স্ব-স্ব উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ৬টি উপজেলায় জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যায় নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ২৫টি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করা হয়েছে। <u>২য় পর্যায় প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতিঃ</u> • প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি (RDPP) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে গত ৩১-১০-২০২৩খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপিতে ৮৩টি খাস জমি ও ১০৩টি অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত জমি অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে প্রস্তাবিত (RDPP) তে খাস জমি-৭৬টি ও অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ১২৫টি উপজেলাসহ সর্বমোট ২০১টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত আছে। • অদ্যাবদি দরপত্র আহবান করা হয়েছে ৮৪টি উপজেলায় (৭৩টি খাস ও ১৫টি অধিগ্রহণ) • নভেম্বর-২০২৩ পর্যন্ত ২৫টি উপজেলার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। • বর্তমানে মোট ৫৪টি উপজেলায় কাজ চলমান আছে • ০৮টি উপজেলার কাজ বাতিল করতে হবে। (ভুরুঙ্গামারী, বেলাবো, মুলাদী, নেছারাবাদ, বন্দর, বাঙ্গারামপুর, নানিয়ারচর ও মানিকছড়ি উপজেলা) • শ্রীমঙ্গল উপজেলা জায়গা বুঝে পাওয়া যায়নি। • **শেখ রাসের মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পে** ১ম পর্যায়ে ৫০টি জেলার ১২৫টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে, ২য় পর্যায়ে ৫৬টি জেলার ১৮৬টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ৮৮টি উপজেলার দরপত্র আহবান করা হয়েছে, এর মধ্যে ৮০টি উপজেলার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে, ইতোমধ্যে ২৫টি উপজেলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ৫৪টি উপজেলার কাজ চলমান রয়েছে, ৮টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে দরপত্র বাতিল করতে হবে এবং ০১টি উপজেলায় জমি বুঝে না পাওয়ার কারণে কাজ শুরু করা যায় নাই। ২য় পর্যায় প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৪৫%। ১ম ও ২য় পর্যায় প্রকল্পে মোট উপজেলা (১২৫ + ১৮৬) = ৩১১টি। • **বিশেষ প্রকল্পের আওতায় ১১টি উপজেলা** (বিশেষ প্রকল্পের আওতায় ০৯**টি** উপজেলায় যথা- লালপুর, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, শান্তাহার, ভাঙ্গা, ভৈরব, শিবগঞ্জ, পাবর্তীপুর ও শ্রীনগর উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০২টি উপজেলায় (টুঙ্গীপাড়া ও মিঠামইন উপজেলা) পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে)। • **অবশিষ্ট ১৭৩টি উপজেলায় ৩য় পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।** • প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ১৭৩টি উপজেলার মধ্যে ১৭৩টি উপজেলার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ১৯টি উপজেলা হতে খাস জমির প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ০১-১২-২০২২খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের যাচাই বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক শুধুমাত্র ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ৫৩টি জেলার ১২৬টি উপজেলা অন্তর্ভূক্ত করত: প্রকল্পটি পুনর্গঠন করে গত ১৬-০২-২০২৩খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে 'উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের (৩য় পর্যায়) লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ের অর্থের সম্মতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ডিপিপি গঠন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ০৪.১০.২০২৩ খ্রি. তারিখে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে পত্র প্রদান করা হয়েছে। • অবশিষ্ট ২৮টি উপজেলার জমির আকার স্টেডিয়াম নির্মাণের উপযোগী নয়/জমির অধিগ্রহণ মূল্য বেশী/প্রস্তাবে জমি অধিগ্রহণ মূল্য নেই সে সকল উপজেলার বিকল্প জমির প্রস্তাব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে পত্র প্রেরণ করা হয়, সে প্রেক্ষিতে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট, বগুড়া জেলার সদর, গাবতলী, শাজাহানপুর, যশোর জেলার বাঘারপাড়া, ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা, জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুড়ি, হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ , ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, রাজনগর, কুলাউড়া এবং নোয়াখালী জেলার চাটখিল মোট=১৪টি উপজেলা হতে সংশোধিত প্রস্তাব পাওয়া গেছে। • উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-৩য় পর্যায় প্রকল্পের ওপর গত ০৫-১১-২০২৩খ্রি: তারিখে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নং :	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৫.	আরচ্যারির জন্য কোন মাঠ নেই। আরচ্যারি খেলার উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ খেলায় পাহাড়ী ও আদিবাসীদের বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। কেননা, তীর ধনুকের সাথে তাদের আজন্ম সম্পর্ক রয়েছে।	বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম, গাজীপুর-এ নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা থাকে। আরচ্যারী খেলার মানোন্নয়ন ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলায় সুবিধাজনক স্থানে 'জাতীয় আরচ্যারী প্রশিক্ষণ একাডেমী' নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি অনুমোদনের প্রকল্পের সারসংক্ষেপ গত ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে কোন অনুমোদন পাওয়া যায়নি। অত্র ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পাহাড়ী ও আদিবাসীদের সমন্বয়ে বছরব্যাপী আরচ্যারি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে আরচ্যারির বিভিন্ন দলে ইতোমধ্যে পাহাড়ী ও আদিবাসী খেলোয়াড় সম্পৃক্ত হয়েছে।
৬.	বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর সময় খেলার সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরিবর্তিত আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।	বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর সময় খেলার সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠানোর বিষয়ে সকল ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশন/ সংস্থাকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয় এবং সে মোতাবেক সংগঠনগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তবে সিডিউল সময়ের আগে বা পরে বিদেশে দলের অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন হয়।
৭.	কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিকেএসপি'র কোটা রাখার বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণসহ বাস্তবায়ন করতে হবে। চাকুরীতেও কোটা রাখা যেতে পারে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বমোট ৫(পাঁচ)টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোটা রাখা হয়েছে ।
৮.	ক্রীড়া পরিদপ্তরের ৬৪ জেলার ক্রীড়া কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাদের জন্য আলাদা কমপ্লেক্স তৈরী করতে হবে। গ্রামীণ খেলাধূলা যেমন- সাতচারা, ডাংগুলি ইত্যাদি খেলার প্রসার ঘটাতে হবে।	প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনাসহ প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের অনুশীলন ও দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তথা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের খেলার মান উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া প্রশিক্ষণ সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন এলাকার পশ্চিম পার্শ্বে জায়গা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের জন্য প্যাভিলিয়ন ভবন খেলার মাঠ নির্মাণের জন্য রানা অর্ক বিনিময় (জেভি) প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ১২,০৮,৫৩,৭৯৯/- (বার কোটি আট লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার সাতশত নিরানব্বই) টাকা কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ চলমান। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭৭%। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য প্রত্যেক বছর ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে ৮টি বিভাগীয় দলের সমন্বয়ে ৫০ মিটার দৌড়, বিস্কিট দৌড়, বল নিক্ষেপ, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ফুটবল, ক্রিকেটসহ বিভিন্ন ইভেন্টসমূহের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া ৬৪ টি জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে স্ব স্ব জেলায় প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ইতোমধ্যে ৩৬টি জেলায় প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং ৬৪ জেলার জন্য প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি মোতাবেক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।
৯.	ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুদের সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসের জন্য প্রণীত ক্রীড়াপঞ্জি মোতাবেক শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতা আয়োজনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

নং :	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১০.	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব দিতে হবে। বিত্তবানরা অনুদান প্রদান করলে কর মুক্ত রাখার জন্য এনবিআরকে প্রস্তাব দিতে হবে। ফাউন্ডেশনকে আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে তবে মূল কাজ যেন ব্যহত না হয়।	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রান ও কল্যাণ তহবিল হতে বিগত ০৮-১১-২০১৮ তারিখে ১০ (দশ) কোটি, ০৭-০৭-২০২০ তারিখে ১০ (দশ) কোটি, ০৫-০৪-২০২২ তারিখে ২০ (বিশ) কোটি ও ১৬-০১-২০২৩ তারিখে ২০ (বিশ) কোটি ও ১১-০১-২০২৪ তারিখে ১০ (দশ) কোটি (১০+১০+২০+২০+১০)=৭০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। সরকারের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ০৭ কোটি পঁচিশ লক্ষ্য টাকা এবং বিভিন্ন কোম্পানির সিএসআর তহবিল হতে প্রাপ্ত ৬০ লক্ষ টাকা সহ ফাউন্ডেশনের বর্তমান মোট মূলধনের পরিমান ৭৭.৮৫ কোটি টাকা। • অত্র ফাউন্ডেশনের তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ০৩.০৫.২০১৭ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত একটি আধাসরকারি পত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পত্র প্রেরণের পরে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কোন সিটমানি পাওয়া যায়নি। • ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৭৭,৮৫,০০,০০০/- (সাতাত্তর লক্ষ্য পঁচাশি লক্ষ) টাকা হতে FDR/স্থায়ী আমানত হিসাবে বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকে জমাকৃত ৬৭ কোটি ৮৫ লক্ষ্য টাকার বাৎসরিক মুনাফার পরিমাণ আনুমানিক ৪.৪৫ কোটি টাকা। • ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ‘বিশেষ অনুদান’ খাতে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। • এ পর্যন্ত অত্র ফাউন্ডেশনে বিত্তবানরা কোন অনুদান প্রদান করেনি বিধায় এন.বি.আর কে করযুক্ত রাখার প্রস্তাব প্রদান করা হয়নি। ভবিষ্যতে অনুদান প্রদান করলে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।
১১.	সকল ক্রীড়া ফেডারেশনে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে।	ক) বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ফেডারেশন/সংস্থার সংখ্যা ৫৫টি। তন্মধ্যে ৩১টি ফেডারেশন/সংস্থার নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে । খ) ২৪টি ফেডারেশন/সংস্থা অ্যাডহক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ০৯টির প্রতিষ্ঠাকালীন কমিটি দায়িত্ব পালন করছে।
১২.	জেলা পর্যায়ে সারা বছর বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য জেলা স্টেডিয়াম ব্যস্ত থাকলেও সঠিক দিনক্ষণসহ খেলার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে সুনির্দিষ্ট দিনসমূহ বাদ দিয়ে বাকি সময় স্টেডিয়ামগুলোতে ফুটবল খেলা চলবে। এ উদ্দেশ্যে প্রতি স্টেডিয়ামে বছরব্যাপী অন্যান্য খেলা পরিচালনার সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক স্টেডিয়ামেই প্রদর্শন করতে হবে।	বছরব্যাপী খেলা পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক স্টেডিয়ামে প্রদর্শন করার জন্য প্রত্যেক জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অনুরোধ করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে (স্মারক নং৩৪.০০.০০০০.০০৪.০৬.০০৪.১৯৯৬; তারিখ ২৭.০৯.২০২৩ তারিখ) পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রতিবছর ফেডারেশন/ অ্যাসোসিয়েশনবোর্ড/সংস্থার নিকট হতে বছরব্যাপী খেলা পরিচালনার তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক ক্রীড়াপঞ্জী প্রকাশ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ক্রীড়াপঞ্জী প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত ক্রীড়াপঞ্জী নিয়মিতভাবে সকল জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন/সংস্থা/বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করা হয় এবং ক্রীড়াপঞ্জী অনুসারে সংগঠগুলোকে প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
১৩.	স্টেডিয়ামসমূহে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম যেমন মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কনসার্ট ইত্যাদি আয়োজন না করাই ভাল হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্টেডিয়াম সমূহে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম আয়োজন না করার জন্য প্রত্যেক স্টেডিয়ামের প্রশাসক/জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অনুরোধ করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে (স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০০৪.০৬.০০৪.১৫৬৫; তারিখ ২৫.০৭.২০২২ তারিখ) পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। একই বিষয়ে (স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০০৪.০৬.০৩৮.১৯৯৭; তারিখ ২৭.০৯.২০২৩ তারিখ) পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

নং :	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৪.	স্কুল/কলেজের মাঠ ব্যতীত যে সকল জায়গা/মাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে নকশানুযায়ী খেলার মাঠ (মিনি স্টেডিয়াম) এর অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করতে হবে ও সংশোধিত নীতিমালানুযায়ী অবিলম্বে মাঠ/জায়গা নির্বাচন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধিত নীতিমালা ও নকশা অনুযায়ী স্কুল কলেজের মাঠ ব্যতীত দেশের বিদ্যমান সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য দেশের মোট ৪৯৫টি উপজেলার মধ্যে প্রকল্পের ১ম পর্যায় ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ গত জুন ২০১৯এ সমাপ্ত হয়েছে। ২য় পর্যায় ১৮৬টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ০৯টি উপজেলায় (লালপুর, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, শান্তাহার, ভাঙ্গা, ভৈরব, শিবগঞ্জ, পাবর্তীপুর ও শ্রীনগর উপজেলা) স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০২টি উপজেলায় (টুঙ্গীপাড়া ও মিঠামইন উপজেলা) পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে গত ০৪-১০-২০২৩খ্রি: তারিখের অর্থ বিভাগ কর্তৃক পূর্বানুমোদনের আলোকে শুধুমাত্র জমি অধিগ্রহণের জন্য ৫৩টি জেলার ১২৬টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করত: 'উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পটি ৭৫৭১৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পের ওপর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে গত ০৫-১১-২০২৩খ্রি: তারিখে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।